প্রথম আলো

তারিখ 04 MAY 2014
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ৬

প্রশ্নপত্র ফাঁস ঠেকাতে কার্যকর পদক্ষেপ নেই

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

একের পর এক প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচএসসি) পরীক্ষাকে প্রশ্নের মুখে ফেলে দিয়েছে। এটা রোধে কার্যকর পদক্ষেপ নেই। বরং বিষয়টিকে কখনো 'গুজব' বা কখনো 'সাজেশন' বলে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা বোর্ডগুলো।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের ইংরেজি দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের কারণে ওই পরীক্ষাটি স্থগিত করা হয়েছে। পরে কয়েকটি বিষয়ের প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার অভিযোগ উঠলেও তা স্বীকার করতে চাইছে না কর্তৃপক্ষ।

ভুক্তভোগীরা বলছেন, ফাঁস হওয়া প্রশ্নে পরীক্ষা নেওয়ার কারণে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট), মেডিকেল কলেজসহ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ভর্তির ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। যারা পরীক্ষার আগেই প্রশ্ন পেয়ে যাচ্ছে, তারা ভালো ফল করে স্বাভাবিকভাবেই উচ্চশিক্ষায় ভর্তির ক্ষেত্রে এগিয়ে থাকবে। উল্লেখ্য, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফলের একটি নির্দিষ্ট পয়েন্ট ভর্তি পরীক্ষার মোট নম্বরের সঙ্গে যোগ করে মেধাতালিকা তৈরি হয়।

> ভুক্তভোগীরা বলছেন, ফাঁস হওয়া প্রশ্নে পরীক্ষা নেওয়ার কারণে বুয়েট, মেডিকেলসহ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে

বুয়েট ভর্তি পরীক্ষার আগেই নির্দিষ্টসংখ্যক পরীক্ষার্থীকে প্রাথমিকভাবে বাছাই করে। এরপর তাদের ভর্তি পরীক্ষার সুযোগ দেওয়া হয়। ফলে যারা প্রশ্নপত্র পাচ্ছে না, তাদের দুশ্চিন্তা বেশি। রাজধানীর বিজ্ঞান কলেজের পরীক্ষার্থী নাহিদ আহমেদ কয়েক দিন আগে *প্রথম আলো* কার্যালয়ে এসে জানায়, প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় মনোবল হারিয়ে সে আর পরীক্ষা দিচ্ছে না।

একাধিক শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবক *প্রথম আলোকে* বলেন, দু-তিন বছর ধরে পঞ্চম শ্রেণীর প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী ও বিভিন্ন বোর্ডের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হচ্ছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা বোর্ডগুলো বিষয়টিকে সেভাবে গুরুত্ব দিচ্ছে না। গত ৩ এপ্রিল থেকে শুরু হওয়া এইচএসসি পরীক্ষায় প্রায় প্রতিটি পরীক্ষার আগেই প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ উঠেছে এবং সেগুলোর মধ্যে অধিকাংশ প্রশ্ন মিলেও যাচ্ছে।

এইচএসসির পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ উঠলে ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান তাসলিমা বেগম *প্রথম আলোকে* বলেছিলেন, তাঁর ধারণা এটি সাজেশন। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ সাংবাদিকদের বলেছিলেন, এইচএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের গুজব ছড়ানো হয়েছে।

কিন্তু শিক্ষাবিদ মুহম্মদ জাফর ইকবাল এক প্রবন্ধে দেখিয়েছেন, কীভাবে প্রশ্নপত্র ফাঁস হচ্ছে। এক উদ্বিগ্ন ছাত্রীর কাছ থেকে পরীক্ষার আগেই ই-মেইলে পাওয়া প্রশ্ন ও পরীক্ষার পর তা মিলে যাওয়ার চিত্র দেখানো হয়েছে তাঁর লেখায়।

অভিযোগ উঠলেও পদার্থবিজ্ঞানের পরীক্ষা বাতিলের কোনো চিন্তাভাবনা নেই বলে জানিয়েছেন ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান তাসলিমা বেগম।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বোর্ডের সূত্রমতে, ঢাকা বোর্ডের ইংরেজি দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষায় দুই সেট প্রশ্ন হুবহু মিলে যাওয়ায় বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ ছিল না। যে কারণে পরীক্ষা বাতিল করা হয়। এ ঘটনায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব সোহরাব হোসাইনকে প্রধান করে আন্তমন্ত্রণালয় কমিটি গঠন করা হয়। তিনি *প্রথম আলোকে* বলেন, 'প্রশাসনিক তদন্তে প্রশ্নপত্র ফাঁসের উৎস বের করা কঠিন হবে। এটা অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি) বা অন্যান্য সংস্থার মাধ্যমে বের করা যেতে পারে। তার পরও আমরা চেষ্টা করছি।'